

বিজেপির ভরাডুবি

কর্নাটক ভোটের আগেই সমীক্ষায় বিজেপির ভরাডুবি হইল। দুটি সংস্থার যৌথ সমীক্ষা বলছে বিজেপি ক্ষমতা হারাচ্ছে কর্ণাটকে। নিম্নলিখিত অংশে বলছে, বিজেপি হেরে গেলেও বিধায়ক কেনা-বেচা করতে এখন থেকেই তৈরি



জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in

f /DigitalJagoBangla

g+ /jagobangladigital

t /jago_bangla

www.jagobangla.in

তৃণমূল যোগ দেবে

দেশের স্বার্থে বিরোধী ঐক্যে জোর দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। সেই নীতিতেই ৩ এপ্রিল চেন্নাইয়ে ২০টি বিরোধী দলের সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। যাবেন ডেরেক গুন্ডায়ন



ছাত্র-যুবদের নিয়ে গানের ব্যান্ড করবে তৃণমূল, জয়ী নাম নেত্রীর



ফয়জল মামলা : রায় দেওয়ার আগে আরও সতর্ক হতে নির্দেশ



বর্ষ - ১৮, সংখ্যা ৩১৯ • ৩১ মার্চ, ২০২৩ • ১৬ টি পৃষ্ঠা ১৪২৯ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 18, Issue- 319 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 31 MARCH, 2023 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

সকলকে নিয়ে জোট বাঁধব ■ ঘেরাও করব দেশের রাজধানী প্রয়োজনে অর্থনৈতিক অবরোধ ■ বাংলার বকেয়া মিটিয়ে দিন দাবি আদায়ে দিল্লি চলো



ধরনা মঞ্চ। বৃহস্পতিবার। তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিচে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দিল্লি চলো ডাক দিয়ে উত্তাল স্লোগান।

প্রতিবেদন : রাজ্যের দাবি আদায়ে ধরনা মঞ্চ থেকেই এবার 'দিল্লি চলো'র ডাক দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩১ ঘণ্টার ধরনা কর্মসূচির শেষ দিনে বাংলার বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সকলকে নিয়েই দিল্লি যাব। সব রাজ্যের মানুষ থাকবেন। সবাই মিলে জোট বাঁধুন। বাংলার অধিকার না পেলে দিল্লির বকেই হবে প্রতিবাদ। আর চুকতে না দিলে যেখানে আটকাবে সেখানেই বসে পড়ব। কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে টানা ৩১ ঘণ্টার ধরনার শেষ দিনে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পুরনো মেজাজে। বাংলার বঞ্চনা নিয়ে বিজেপি সরকারকে তুলে আক্রমণ করে



বলেন, বাংলার জন্য ওদের কোনও দয়ামায়া নেই। ওরা যদি বাংলাকে অর্থনৈতিক অবরোধ করতে পারে, আমরাও ওদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবরোধ করতে পারি। দলনেত্রীর সংযোজন, নেতাজি-গান্ধিজি-আম্বেদকর সব মনীষীর ছবি হাতে নিয়ে আমরাও দিল্লি যেতে পারি। প্রয়োজনে ভিক্ষে করে ভাড়া করব ট্রেন। ছাত্র-যুবরা ট্রেন ভরে যাবে। রিজার্ভেশন না দিলে হেঁটে যাব। রেড রোডে বি আর আম্বেদকরের মূর্তির সামনে বৃহবার বেলা ১২টায় ধরনা শুরু করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় শেষ করেন। ধরনার দ্বিতীয় দিনেও ধরনা মঞ্চ ছিল জমজমাট। সকাল থেকেই (এরপর ৬ পাতায়)

এক নজরে

- দেশের সব বিরোধী দলকে কলঙ্কিত করছে বিজেপি
- বিজেপির টার্গেট, ২০২৪-এর আগে সব বিরোধী নেতাদের জেলে ঢোকানো
- মিডিয়া মালিকদের বলা হয়েছে, ধরনা দেখানো যাবে না
- আমাদের কন্যাশ্রী নকল করে ওরা বলছে পিএমসি
- ভিক্ষা নয়, বকেয়া অর্থ সমগ্র বাংলার মানুষের অধিকার

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিনে এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তাই আমাদের দিনের কবিতা।



সময়

সময়ের চেতনা, সময়ের ভাবনা, জীবনকে আলিঙ্গন করো, জীবনই সময়ের আঙিনা। সময় চলে যায় বহুতা নদীর মতো, ফিরে আর আসে না জোয়ার-ভাটার মতো আজ আছি কাল নেই, রাতে আছি, দিনে নেই। সবটাই সাময়িক। তাই সময়ের ডাকে সময়কে আলিঙ্গন করো। সময়ের ডাক জীবন-মৃত্তির আয়না যেন।

নাম বলতে চাপ সিবিআই-ইডির অভিষেকের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করলেন শাহ

প্রতিবেদন : বৃহবার শহিদ মিনারের মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তদন্তের সময় তৃণমূল নেতাদের সিবিআই-ইডি চাপ দেয় তাঁর অথবা উচ্চ নেতৃত্বের নাম বলার জন্য। তৃণমূলের সর্বস্বার্থপর সাধারণ সম্পাদকের প্রতিদ্বন্দ্বি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, মোদিজিকে ফাঁসানোর জন্য সিবিআই আমার উপর চাপ দিয়েছিল। অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ যে যথার্থ তা অমিত শাহই পরিষ্কার করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তদন্তকারী এজেন্সিগুলিকে বারবার কাজে লাগিয়েছে কেন্দ্রের সরকার। বর্তমান বিজেপি সরকার নগ্নভাবে এদের শুধু কাজে লাগিয়েছে তাই নয়, বিরোধী নেতাদের (এরপর ৬ পাতায়)

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে আক্রমণ হাইকোর্টের বিচারপতির

প্রতিবেদন : প্রাথমিকে দুর্নীতি মামলায় এবার সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা নিয়েই নজিরবিহীন ভাবে প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, স্পেশাল লিড পিটিশনই (এসএলপি) দাখিল হল না। শুধুমাত্র ডায়েরি নম্বরের ভিত্তিতে তদন্তে স্থগিতাদেশ দিয়ে দেওয়া হল— এটা কী করে সম্ভব? বিচারপতি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বলে কি যা ইচ্ছা তাই করা যায় নাকি? এটা জমিদারি নাকি?

বৃহস্পতিবার শিক্ষা-সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি চলছিল। তখনই সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় এই মন্তব্য করেন বিচারপতি অজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহবারই প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২০ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সিবিআই ও ইডির যৌথ তদন্তের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী



বেঞ্চ। গত ২ মার্চ বিচারপতি অজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই যৌথ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বৃহবার সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি-র নবম-দশমে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় আবেদনকারীদের আইনজীবী মুকুল রোহতগি প্রশ্ন তোলেন, কারও বক্তব্য না শুনে কীভাবে পাঁচ হাজার লোকের চাকরি এক কথায় খারিজ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি?

বিচারপতির টিভিতে সাক্ষাৎকার দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্য একটি মামলা চলাকালীন মুকুল রোহতগির প্রশঙ্গ ওঠে। তখনই ওই মন্তব্য করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আইনজীবী মুকুল রোহতগির ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, শুনেছি উনি ৩০ লক্ষ টাকা নেন মামলা করতে। স্থগিতাদেশের নির্দেশ শুনে বিচারপতি বলেন, দুর্নীতির হাত তার মানে অনেক লম্বা।